কালের কণ্ঠ

তারিখ 07 FEB 2011
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২

অস্ত্রধারীদের গ্রেপ্তার ও বিশ্ববিদ্যালয় দ্রুত খুলে দেওয়ার দাবি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক, রাজশাহী ▶

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর প্রকাশ্যে হামলাকারী অস্ত্রধারীদের গ্রেপ্তার এবং দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী শিক্ষকরা (সাদা দল)। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরি ভবনের শিক্ষক লাউঞ্জে এক সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা এ দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে সাদা দলের যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. এনামুল হক বলেন, 'গত রবিবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভবনের সামনে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের উপস্থিতিতে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে গুলিবর্ষণ করে। পুলিশ এসব অস্ত্রধারীকে দমন তো দূরের কথা বরং তারাও শিক্ষার্থীদের ওপর একযোগে গুলিবর্ষণ ও টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে। কিন্তু পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের করা চারটি মামলাতেই শত শত অজ্ঞাতনামা শিক্ষার্থীকে আসামি করে হয়রানি করা হচ্ছে। আমরা অবিলম্বে শত শত সাধারণ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং হামলার ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে জড়িতদের চিহ্নিত করে শাস্তির জোর দাবি জানাচ্ছি।'

রাবির সাদা দলের শিক্ষকদের সংবাদ সম্মেলন

লিখিত বক্তব্যে ড. এনামুল হক আরো বলেন, 'অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্যাম্পাস বন্ধ থাকলে সেশনগ্লট আরো প্রকট আকার ধারণ করবে। তাই দ্রুত ক্যাম্পাস খুলে দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার জোর দাবিও জানাচ্ছি।'

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন সাদা দলের সাবেক আহ্বায়ক অধ্যাপক মু. আজহার আলী, যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম খান, অধ্যাপক ড. বেলাল হোসেন, অধ্যাপক আবুল হাশেম, অধ্যাপক হাসনাত আলী প্রমুখ।

'উসকানিদাতা শিক্ষক চিহ্নিত' শীর্ষক প্রতিবেদনের প্রতিবাদ : এদিকে গত রবিবারের ঘটনা নিয়ে একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত 'উসকানিদাতা শিক্ষক চিহ্নিত' শীর্ষক প্রতিবেদনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন রাবির ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ময়ূখ কুমার ভৌমিক এবং দর্শন বিভাগের অধ্যাপক এস এম আবু বক্কর। গতকাল বিকেলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ প্রতিবাদ জানানো হয়।

গতকাল ওই দৈনিকের প্রথম পাতায় প্রকাশিত 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : উসকানিদাতা আট শিক্ষক চিহ্নিত/ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার' শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে ওই দুই শিক্ষক বলেন, ২ ফেব্রুয়ারি ঘটনার সময় তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন না। তদন্ত কমিটিকে উদ্ধৃত করে খবরটি পরিবেশিত হয়েছে। এটি একটি বানোয়াট খবর। গতকাল কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। অথচ তাঁরাসহ আটজন শিক্ষককে সহিংসতার উসকানিদাতা হিসেবে চিহ্নিত করে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে মর্মে খবরে বলা হয়।

লিখিত বক্তব্যে ময়ূখ কুমার ভৌমিক বলেন, 'তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক এই খবরের প্রতিবাদ করবেন বলে জানিয়েছেন এবং আমাদেরও প্রতিবাদ করার জন্য বলেছেন।'

তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক খালেকুজ্জামান বলেন, 'তদন্ত কমিটি কেবল প্রাথমিক কাজ শুরু করেছে। আমরা কর্মপন্থা নির্ধারণ করে কাজ শুরু করেছি মাত্র। তদন্ত কমিটিকে উদ্ধৃত করে যে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে, আমরা তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'